JAN · · '001

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ৩ ... ৪

বরিশালের সহস্রাধিক পরীক্ষার্থীর আসন্ন এসএসসিতে অংশগ্রহণে অনিশ্চয়তা যশোর বোর্ডের খামখেয়ালিপনার জের

শওকত মিলটন, বরিশাল থেকেঃ যশোর শিক্ষা বোর্ডের খামখেয়ালীর কারণে সহস্রাধিক পরীক্ষার্থীর আগামী এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণে অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হয়েছে। এসব পরীক্ষার্থী নবগঠিত বরিশাল শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ফরম পূরণ করেছে। কিন্তু তাদের রেজিস্ট্রেশন হয়েছে যশোর শিক্ষা বোর্ডে। যশোর থেকে এদের রেজিস্ট্রেশন নম্বর সংশোধন করে বরিশাল শিক্ষা বোর্ডে আজও পাঠানো হয়নি। একারণেই অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হয়েছে। এ তথ্য নির্ভরযোগ্য সূত্রের।

সূত্রটি জানিয়েছে, এসএসসি পরীক্ষার্থীদের রেজিস্ট্রেশন ফরম পূরণ করে তা সংশোধনীর জন্য প্রতিটি স্কুল থেকে একটি তালিকা শিক্ষা বোর্ডে পাঠানো হয়। বরিশালে শিক্ষা বোর্ড প্রতিষ্ঠার পর বরিশাল অঞ্চলের স্কুলগুলোর শিক্ষা বোর্ড ও পাবলিক পরীক্ষা সংক্রান্ত কার্যক্রম নতুন শিক্ষা বোর্ডের আওতায় আনা হয়। কিন্তু যশোর শিক্ষা বোর্ড থেকে বরিশালের বিভিন্ন স্কুলের দু'হাজার এক সালের সহস্রাধিক এসএসসি পরীক্ষার্থীর সংশোধিত রেজিস্ট্রেশন ফরম আটকে রেখেছে। শিক্ষকরা অভিযোগ করেছেন, যশোর শিক্ষা বোর্ডের এক শ্রেণীর কর্মকর্তা-কর্মচারী রেজিস্ট্রেশন নম্বর পেতে শিক্ষকদের কাছে ছাত্র প্রতি ৫শ' টাকা দাবি করায় এ জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে। সংশোধিত বিষয়সহ নিবন্ধন ফরমের জন্য সংশ্লিষ্ট ছাত্র প্রতি ৩০ টাকা জরিমানা প্রদানের বিধান থাকলেও বোর্ডের কিছু অসাধু কর্মকর্তা-কর্মচারী ৩০ টাকার পরিবর্তে ৫শ' টাকা দাবি করছে।

রেজিস্ট্রেশন নম্বর সংশোধন করে আজও পাঠানো হয়নি

বরিশাল সদর থানার শায়েস্তাবাদ এইচএস মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক জানান, ঐ স্কুলের ১৮ জন পরীক্ষার্থীর নিবন্ধন ফরম যশোর শিক্ষা বোর্ডে আটকে গেছে। রেজিস্ট্রেশন ফরম ফিরে পেতে তার কাছে ৯ হাজার টাকা উৎকোচ দাবি করা হয়েছে। শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের বরিশাল জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক মজিবর রহমান জানান, বোর্ডের একশ্রেণীর কর্মকর্তা-কর্মচারীর অন্যায় দাবির কারণে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়েছে। এ ব্যাপারে যশোর শিক্ষা বোর্ডের কাছে প্রতিবাদ জানিয়েও কোন কাজ হয়নি। শিক্ষক সমিতির একটি সূত্র জানিয়েছে, অনুরূপভাবে বাকেরগঞ্জের শতাধিক পরীক্ষার্থীসহ গোটা বরিশাল জেলার সহস্রাধিক পরীক্ষার্থীর আগামী এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। এদিকে এ ব্যাপারে নবগঠিত বরিশাল শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যানের সঙ্গে বেশ কয়েকবার যোগাযোগের চেষ্টা করেও তাঁকে পাওয়া যায়নি।

১৩ ছাত্রীর ভবিষ্যত অনিশ্চিত

শাহজাদপুর থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা জানান, রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডের শৃঙ্খলা কমিটি সিদ্ধান্ত নিতে না পারায় উল্লাপাড়া সরকারী আকবর আলী ডিগ্রী কলেজ কেন্দ্রের এইচএসসি পরীক্ষার্থী ১৩ ছাত্রীর ভবিষ্যত অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।

জানা গেছে শাহনাজ পারভীন, শাবানা পারভীন, সাবিনা ইয়াসমীন ও বুলবুলি খাতুনসহ তেরোজন গত এইচএসসি পরীক্ষায় উল্লাপাড়া আকবর আলী ডিগ্রী কলেজ কেন্দ্রে পরীক্ষা দেয়। এরা সবাই একই কলেজের ছাত্রী বলে জানা গেছে। এদের ফল স্থগিত করা হয়েছে। ফল স্থগিতের কারণ হিসাবে জানা গেছে, বাংলা দ্বিতীয়পত্র এবং ইতিহাস দ্বিতীয় পত্রের সরবরাহকৃত অতিরিক্ত উত্তরপত্র এইচএসসি পরীক্ষার জন্য প্রযোজ্য নয়। এই তেরো পরীক্ষার্থী অতিরিক্ত উত্তরপত্র হিসাবে দিয়েছে সেগুলো জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের। পরীক্ষার্থীরা অসদুপায় অবলম্বন করেছে, নাকি কেন্দ্র কর্তৃপক্ষই ভুল করে সরবরাহ করছে এ নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। তবে প্রাথমিক এক তদন্তে জানা যায়, মূল উত্তরপত্র এবং অতিরিক্ত উত্তরপত্রে ইনভিজিলেটরের স্বাক্ষর ও তারিখ হুবহু মিল আছে। এ ক্ষেত্রে অতিরিক্ত উত্তরপত্র বোর্ডের, না জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের তার দায়দায়িত্ব কেন্দ্রের। এ তেরো ছাত্রী ও তাদের অভিভাবকগণ জানান, মেয়েরা কেন্দ্রের সরবরাহকৃত অতিরিক্ত উত্তরপত্রে পরীক্ষা দিয়েছে।